দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR 19 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আরেকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

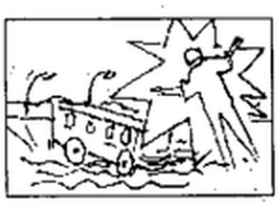

একটার পর একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে আমাদের দেশটাতে। গত শুক্রবার গভীর রাতে ভয়ঙ্কর এক অগ্নিকাণ্ডে রাজধানীর ছনটেক মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ৯ ছাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। নিখোঁজ হয়ে রয়েছে কয়েকজন এবং আহত হয়েছে শতাধিক। নিহত, আহত ও নিখোঁজ ছাত্রীদের আপনজনদের আহাজারিতে ভারি হয়ে আছে ছনটেকের বাতাস। আমরা মনে করি, এই শোক, এই বেদনার্ত হাহাকার আজ সমগ্র দেশবাসীর, আমাদের সকলের।

মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটি কিভাবে ঘটল, তা এখনও সঠিক ও সন্দেহাতীতভাবে নির্ধারিত হয়নি। সেটা হবে বা হতে পারে যথাযথ ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে। তবে জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত বিবরণে অগ্নিকাণ্ডের একাধিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। জনকণ্ঠের রিপোর্টে দেখা যায়, দমকল বলেছে অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে। ইত্তেফাকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তির কথাটা স্থানীয় সংসদ সদস্য সালাউদ্দীন আহমদও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাদ্রাসার উপদেষ্টা কমিটির উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের দায়েরকৃত মামলায় নাকি ঘটনাটিকে পূর্বশত্রুতার জের হিসাবে কে বা কারা কর্তৃক 'পরিকল্পিতভাবে' সংঘটিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি দৈনিকে ঘটনাটি 'শর্ট সার্কিট না নাশকতা' এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। জোট সরকারের তাত্ত্বিক দিশারী বলে দাবিদার অপর একটি পত্রিকা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটিকে 'নাশকতামূলক' অভিহিত করেছে। আরেকটি পত্রিকার রিপোর্টে মাদ্রাসা ও এতিমখানার জমিতে মার্কেট নির্মাণে আগ্রহী কোন ব্যক্তি বা গ্রুপকে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী বলা হয়েছে।

আমাদের মতে, যথাযথ ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণটি নির্ণীত হবার আগ পর্যন্ত এরূপ বিভিন্ন রকম বক্তব্য বা মত ব্যক্ত হওয়া স্বাভাবিক। তাই আমরা আশা করি, অবিলম্বে যথাযথ ও নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হলে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণটি উদঘাটিত হবে এবং এ নিয়ে কোনরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত জল্পনা-কল্পনা বা গুজব সৃষ্টির সুযোগ বন্ধ হবে। এটা যত দ্রুত সম্ভব হওয়া উচিত যেহেতু বর্তমান সময়ে বা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি মাদ্রাসা ও এতিমখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ঢালাওভাবে 'নাশকতামূলক', 'পরিকল্পিত' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে ভিন্ন উদ্দেশ্যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। ১৮ মার্চের জনকণ্ঠের রিপোর্টে দেখা গেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অকুস্থল পরিদর্শনের পরে, ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ারই চেষ্টা শুরু হয়েছে। সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। আমরা বলে রাখতে চাই কাউকে, কোন মহলকে এ সুযোগ গ্রহণ করতে দেয়ার পরিণাম দেশ ও জাতির জন্য শুধু অমঙ্গলই ডেকে আনবে–যা দলমত নির্বিশেষে কোন দেশপ্রেমিকের কাম্য হতে পারে না।